

তবলার ইতিহাস

তবলার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা কঠিন। কারণ এমন কিছু প্রমাণ লিখিত ভাবে নাই যাহার দ্বারা তবলার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু বলা যায়। পূর্বপুরুষদের বলা গল্পের উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিতে হয় ইহার Origin খুঁজিতে। তবে এই গল্পগুলি হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে তবলার মত দেখিতে এমন Drum হিন্দুরা ব্যবহার করিতেন বহু পূর্বে যখন মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসেননি। আবার ঐ একই ধরনের Drum মুসলমানরাও ভারতের আসার পূর্বেই ব্যবহার করিতেন।

তবলা শব্দটি আরবদেশের 'তবল' এর সহিত জড়িত থাকিতে পারে। 'তবল' শব্দটির আরবিক অর্থ Drum. মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাহারা সঙ্গে করিয়া বিভিন্ন মাপের জুড়ি Drum লইয়া আসেন যাহার নাম ছিল 'নাকাড়া'। এই নাকাড়া যুদ্ধের সময় সৈন্যসামন্তদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বাজানো হইত। ভারতে এই সব Drums গুলিকে বলা হইত 'তবলজঙ্গ'। অনেকে মনে করেন এই তবলজঙ্গ হইতেই কালক্রমে তবলার উৎপত্তি। মুঘল সম্রাট আকবর এই তবলজঙ্গ খুব ভাল বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার নিজের খুব ছোট আকারের নাকাড়া জোড়া ছিল। পরবর্তীকালে যখন যুদ্ধের রণসাজে নাকাড়ার ব্যবহার উঠিয়া যাইল তখন নাকাড়া রাজদরবারে অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গতিয়া বাদ্যরূপ লাভ করিল, এই সময় হইতে নাকাড়া কাঠির বদলে হাতের আঙুলের সাহায্যেও বাজানো শুরু হয়।

মুক্তেশ্বর ও ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রের মূর্তিগুলির মধ্যে তবলার আকারের বাদ্য যন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মনে করেন হিন্দু Drum এর দ্বারা তবলা প্রভাবান্বিত। বাংলাদেশের প্রখ্যাত তবলা শিল্পী শ্রী কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী একটি পত্রিকায় লিখিয়াছেন 'সারনাথের নিকট ভূগর্ভ হইতে একটি শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলাখণ্ড সারনাথের Museum এ রাখা আছে। ঐ শিলাখণ্ডে কয়েকটি মূর্তি খচিত আছে। একটি মূর্তিতে একজন তবলা বাজাচ্ছেন দেখা যায়; আর একটি মূর্তিতে একজন সেতার বাজাচ্ছেন ও অন্য আর একটি মূর্তিতে একজন নৃত্য করছেন দেখা যায়। ভূ-তত্ত্ববিদ ও প্রত্ন-তত্ত্ববিদগণের মতে ঐ শিলাখণ্ড ২৫০০ বৎসরের অধিক পুরাতন।'

যদি ইহা প্রমাণিত সত্য হয় তাহা হইলে তবলার অস্তিত্ব ২৫০০ বৎসর পূর্বেও ছিল তাহা মানিয়া লইতে হইবে। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে কাজ করিতে পারেন। অনেকে মনে করেন তবলা হিন্দু সংস্কৃতির দান, কারণ ইহা পাখোয়াজ হইতে উৎপন্ন। ভারতীয় সঙ্গীতে একটি বিশেষ সংযোজন খেয়ালের রূপ। ধ্রুপদের গর্ভে জন্ম নিল খেয়াল। প্রশ্ন আসে সেই সময় খেয়ালের সহিত কোন তাল যন্ত্রের ব্যবহার করা হইত সংগত করিবার জন্য? তবলা? তবলা না হইয়া যদি পাখোয়াজকে ধরিয়া লওয়া যায় সেই সময় খেয়ালের সহিত সংগতকারী যন্ত্র হিসাবে, তাহা হইলে বলা যায় পাখোয়াজের বাদনশৈলীরও পরিবর্তনের যুগ সেইটা। তাই এইরকম চিন্তাও মনে আসিতে পারে যে খেয়ালের নিত্য নূতন অলংকরণের সহিত সংগতে পাল্লা দিতে গিয়া পাখোয়াজ শিল্পী প্রয়োজন অনুভব করিলেন এমন একটি তাল যন্ত্রের যাহার দ্বারা খেয়ালের রূপের সাথে আরও উপযুক্ত সংগত সম্ভব হয়। এদিকে খেয়ালের সহিত নিয়মিত পাখোয়াজ সংগত করিতে করিতে শিল্পী কয়েকটি নূতন বাণীর সৃষ্টি করিলেন এবং অনুভব করিলেন ঐ বাণীগুলি যদি যন্ত্রের Vertical position এ বাজানো হয় তাহা হইলে তাহার নিকাশ আরও উচ্চ পর্যায়ের হয়। পাখোয়াজ শিল্পী যখন সুর বাঁধেন তখন তিনি যন্ত্রটিকে Vertical position -এ দাঁড় করাইয়া বাজাইয়া সুর মেলান। এই Vertical position -এ পাখোয়াজকে দাঁড় করাইয়া বাজাইবার অনুভূতি হইতে তবলার জন্ম লওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

খেয়ালের Style এর জন্ম মুহূর্ত হইতে বেশ কিছুকাল ধ্রুপদের ছায়াতেই খেয়াল পরিবেশন করা হইত স্বভাবতই। এখনও কিছু প্রাচীন স্থায়ী অন্তরা শুনিলে তাহা বোঝা যায়। কালক্রমে কাওয়ালী, ঠুমরী, টপ্পা ইত্যাদির দ্বারা অলংকরণে খেয়ালের আধুনিক রূপায়ণ। ঠিক সেইভাবে তবলার শৈশবকালে তাহার বাদন পদ্ধতি, বাদন শৈলী পাখোয়াজ প্রভাবান্বিত ছিল নিশ্চয়। তবলার বহু প্রাচীন রচনাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রী বি. বটব্যাল লিখিত “তবলা শিক্ষা” বইটিতে সংগীত নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, “সম্রাট আলাউদ্দীনের সভার অন্যতম গুণী আমীর খসরুকে তবলার স্রষ্টা বলে অনেকে ভুল করেন। মোগল বাদশাহ-মহম্মদশা (২য়) এর সময় ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রহমান খাঁ নামক বিখ্যাত পাখোয়াজীর পুত্র ২য় আমীর খসরু সদারদের কাছে কিছু কাল খেয়াল শিক্ষা করেন এবং এই গানের সাথে উপযুক্ত সংগতের জন্য তিনি তবলা সৃষ্টি করেন।” ইহার প্রমাণে তিনি বলেন, “বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক শ্রী গদাধর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মূরলীধর চক্রবর্তী দিল্লীতে যান

এবং প্রথমে তিনি সদারঙ্গ ও তাঁর শিষ্য অচপলের নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। ইনি যখন বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন তখন আমার পিতৃদেব শ্রী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান যে সদারঙ্গ কর্তৃক যখন খেয়াল গানের প্রচলন হয় তখন ইহার সঙ্গে পাখোয়াজই বাজানো হইত কিন্তু সদারঙ্গ যখন পাখোয়াজকে খেয়াল এর সাথে সংগতে অনুপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন তখন তাঁর শিষ্য ২য় আমীর খসরু এই প্রকার গানের সাথে উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারে ব্রতী হন ও তবলা সৃষ্টি করেন।”

ইহা সত্যি যে তবলা খুব একটা প্রাচীন যন্ত্র নয়। তবলার ব্যবহার সম্বন্ধে আদি গ্রন্থাদিতে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর প্রথম তবলা বাদক ও প্রচারক হিসাবে দিল্লী ঘরাণার ওস্তাদ সুধার খাঁকেই মানা হয়। ইনি সদারঙ্গের ঠিক পরবর্তীকালেই ছিলেন। তবে তবলা যন্ত্রটির আকৃতির সহিত ধুকড় এর খুব সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এক জোড়া যন্ত্র। ডান হাতে যে যন্ত্রটি বাজানো হয় তাহা একটি ছোট মাপের নাকাড়ার মত ও বাঁ হাতের যন্ত্রটি অধুনা বাঁয়ার মত। ধুকড় Vertical position এ হাতের আঙুল দিয়া বাজানো হয়। এখনও সানাই এর সহিত ধুকড়ই বাজানো হয় যদিও বহু সানাই বাদক এখন ধুকড়ের বদলে তবলাই পছন্দ করিতে শুরু করিয়াছেন।